দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৫।৬।৮১

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

১

034

নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দিনাজপুর ২৩শে জুন।—প্রেসিডেন্ট (মরহুম) জিয়াউর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে দিনাজপুর জেলায় তিন সহস্রাধিক গ্রামে গণশিক্ষা কার্যক্রম সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ৩০টি গ্রাম নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছে।

জানা যায় এখন জেলার ৩০টি গ্রামের ৩ লাখ ৬০ হাজার ৫৯৫ জন নরনারী সাক্ষর হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ৮০ হাজার ৭৫৬ জন পুরুষ মহিলা পড়তে লিখতে এবং বিষয়বস্তু পুরোপুরি বুঝতে পারে। অবশিষ্ট ২ লাখ ৭৯ হাজার ৮৩৯ জন নাম সই করার মত জ্ঞান অর্জন করেছে। আরো ৫ লাখ ৮৭ হাজার ১২৭ জন শিগগিরই সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

দিনাজপুর জেলায় বর্তমানে ৩ হাজার ১৫২টি গ্রামে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এজন্য ১১ হাজার ১৯৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ৩৪ হাজার ৭৩২ জন স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষক কাজ করে চলেছেন। উল্লেখ্য গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগে দিনাজপুর জেলায় নিরক্ষর পুরুষ মহিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ লাখ ৫ হাজার। গত ৩১শে মে পর্যন্ত প্রায় ৩৩ শতাংশ অক্ষরজ্ঞানহীন নরনারী নিরক্ষরতার গ্লানির জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে।

জেলার যে ৩০টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়, এর মধ্যে রয়েছে দিনাজপুর সদর মহকুমার হাকিমপুর থানার ৮টি ও বিরল থানার ৫টি গ্রাম ঠাকুরগাঁও মহকুমার পীরগঞ্জ থানার ১৬টি গ্রাম এবং পঞ্চগড় মহকুমাধীন তেঁতুলিয়া থানার ১টি গ্রাম।